গমের ব্লাস্ট রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে।

গমের ব্লাস্ট রোগ চেনার উপায়

- প্রধানত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। শীষের আক্রান্ত স্থানে কালচে ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে (চিত্র-১) এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ সাদা হয়ে যায়। তবে শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে পুরো শীষ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত শীষের দানা অপুষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে যায় (চিত্র-২)।
- পাতায়ও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে পাতায় চোখের ন্যায় ছোট ছোট ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে।

গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

- গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী (বারি গম ৩৩) ও সহনশীল (বারি গম ৩০ ও বারি গম ৩২) জাতের চাষ করুন।
- ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি এমন জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।
- উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের ০১ হতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত (নভেম্বর ১৫-৩০) বীজ বপন করুন যাতে শীষ বের হওয়ার সময় বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়।
- বপনের পূর্বে উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বক্সিন ৩৭.৫% + থিরাম ৩৭.৫%) প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।
- গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত রাখুন।
- প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২-১৫ দিন পর আরেকবার কার্যকর ছত্রাকনাশক (টেবুকোনাজল ৫০% + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রোবিন ২৫%, ৬ গ্রাম হারে অথবা এজক্সিস্ট্রোবিন ২০% + ডাইফেনোকোনাজল ১২.৫%, ১০ মি.লি. হারে প্রতি ৫ শতাংশ জমির জন্য ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) গাছে স্প্রে করুন।
- নন-হোস্ট (ভুট্টা, ডাল, পাট ইত্যাদি) ফসলের সাথে শস্য পর্যায়/বিন্যাস অনুসরণ করুন।

চিত্র-১: (বাম) ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত শীষ এবং (ডান) আক্রান্ত স্থানে কালচে ধূসর দাগ

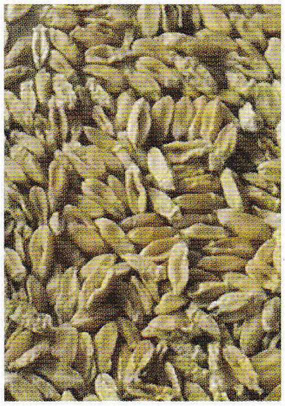

চিত্র-২: ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত কুঁচকানো দানা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অফিস/বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন/সিমিট কার্যালয়/ডিলার পয়েন্টে যোগাযোগ করুন।

জরুরী ফোন নম্বর: ০৫৩১-৬৩৩৪২ (বা.গ.ভু.গ.ই, দিনাজপুর); ০৪২১-৬৮৬৪৯, ৬১০৫৯ (আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর) ০৪৩২৭-৭৩৩৬১ (আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বরিশাল); ০২-৯৮৯৬৬৭৬ (সিমিট-বাংলাদেশ, ঢাকা)

অর্থায়নে: গম ও ভুট্টা উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)